ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

DL- No.-03 /Date:29/02/2025 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১১৯ ● কলকাতা ● ২০ বৈশাখ, ১৪৩২ ● রবিবার ● ০৪ মে ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পাকিস্তানের কাজকর্ম দেখে গোটা বিশ্ব হাসছে!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

মুখে বড় বড় বুলি, এদিকে পাকিস্তানের কর্মকাণ্ডে হাসছে সারা বিশ্ব। লজ্জায় পড়ে পদক্ষেপ করতে হল পাক সেনাবাহিনীকে। তাও সাহস কুলিয়েছে অর্ধেক, তাই কাজও অর্ধেকই করল। ভারত হামলা করতে পারে, এই আশঙ্কায় পাকিস্তানি রেঞ্জাররা পতাকা খুলে নিয়েছিল। সেই নিয়ে হাসির রোল উঠতেই ফের পতাকা লাগাল পাক বাহিনী।দিন কয়েক আগেই পাক তথ্য ও

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তা নিয়ে সুর আরও চড়াল তৃণমূল

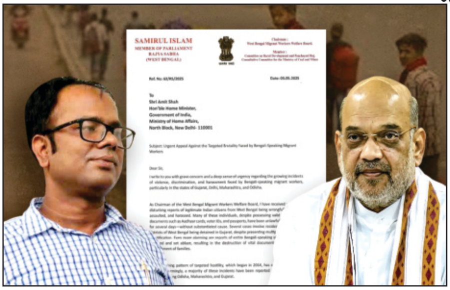

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ভিনরাজ্যে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর নির্যাতনের একাধিক অভিযোগ সামনে আসছে। তা অবিলম্বে রুখে দোষীদের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবিতে সুর আরও চড়াল এ রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। শুক্রবার এনিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন বহরমপুরের সাংসদ ইউসুফ পাঠান।সামিরুলের দাবি, ২০১৪ সালের পর থেকে বিভিন্ন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচার বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা পরিকল্পিত হামলা বলে অভিযোগ তাঁর। বিশেষ করে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, ওড়িশায় কাজ করতে যাওয়া বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকরা প্রতিদিন আতঙ্কে কাটাচ্ছেন। করোনা কালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দায়িত্ব নিয়ে বিভিন্ন রাজ্য থেকে ফিরিয়েছিল তাঁদের। সুবিধা-অসুবিধায় রাজ্য সরকারই সবচেয়ে সংবেদনশীল। তাই এ রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর এমন অত্যাচার অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার। তার জন্য পদক্ষেপ নিক কেন্দ্র, এই আবেদন সামিরুল ইসলামের। আর শনিবার অমিত শাহকে চিঠি লিখলেন রাজ্যসভার

এরপর ৩ পাতায়

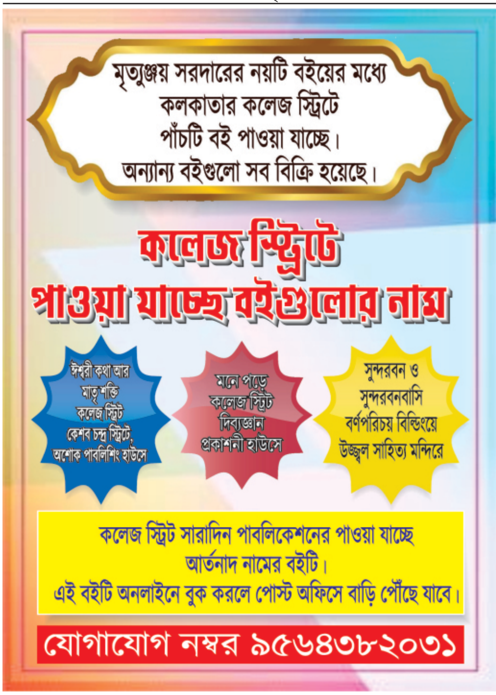

আবারও মহিষ পাচার রুখে দিল জামবনি থানার পুলিশ, মহিষ পাচারের ঘটনায় গ্রেফতার ৪, উদ্ধার ১০টি মহিষ

অরূপ ঘোষ,ঝাড়গ্রাম

মহিষ পাচার করার সময় ছয়টি বড় মহিষ ও চারটি মহিষের বাচ্চা সহ চার ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল জামবনি থানার পুলিশ। শুক্রবার রাত্রে ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রাম জেলার জামবনি ব্লকের খাটখুরা স্টেশন রোড়ে। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতদের মধ্যে কানহাইয়া সিং,ধনজ কুমার, এদের দুজনের বাড়ি বিহারের দারসানেহপ্র এলাকায়। বাকি দুজন এস. কে তাসির আলী ও আমজাদ খান, এদের দুজনের বাড়ি ঝাড়গ্রাম জেলার জামবনী থানা এলাকায়। শনিবার অভিযুক্তদের ঝাড়গ্রাম আদালতে পেশ করে জামবনী থানার পুলিশ। ঝাড়গ্রাম আদালতে পেশ করলে মহামান্য বিচারক অভিযুক্তদের ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ সূত্রে আরোও জানা গিয়েছে শুক্রবার রাত্রে একটি পিকআপ ভ্যানে ১০ টি মহিষ নিয়ে চাকুলিয়া দিক থেকে আসার সময় জামবনী থানার খাটখুরা এলাকায় পুলিশ পিকআপ ভ্যানটিকে সন্দেহ হওয়ায় আটক করে। সেখানে মহিষের কোনো বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারায় পিকআপ ভ্যান সহ মহিষ গুলিকে আটক করে পুলিশ এবং ঘটনায় চার ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। জামবনি থানার আই.সি অভিজিৎ বসু মল্লিকের নেতৃত্বে পুলিশ অভিযান চালিয়ে বড়সড় মহিষ পাচার রুখে দিল জামবনি থানার পুলিশ।ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ ও পুলিশের অভিযানে লাগাতার সাফল্যে খুশি সাধারণ মানুষজন। পুলিশ প্রশাসনের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সমস্ত স্তরের মানুষজন।

গলসিতে অবৈধ বালি কারবার: ওয়েব্রিজের আড়ালে লুটেরাজ, নড়েচড়ে বসলো প্রশাসন

কৃষ্ণ সাহা,গলসি

গলসি জুড়ে ওয়েব্রিজের আড়ালে চলা বেআইনি বালি কারবারের খবর প্রকাশ্যে আসার পরই টনক নড়লো পুলিশ ও প্রশাসনের। গলসি ১ ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর এবং পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে শুক্রবার শিল্লা পারাজ রোডের ওপর একটি কাঁটা সহ করকোনায় একটি ও রায়পুর এবং ঢোলা মোড়ের মাঝে রামগোপালপুরে একটি কাঁটা বন্ধ করে দিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এই কাঁটাগুলোতে অবৈধভাবে বালি মজুদ করে বিক্রির অভিযোগ ছিল। ভূমি রাজস্ব আধিকারিক অভিযোগ খতিয়ে দেখে আপাতত এই তিনটি কাঁটা (ওয়েব্রিজ)

এরপর ৩ পাতায়

পাকিস্তানের হয়ে যুদ্ধ করতে যাওয়া জঙ্গিদের এক কোটির জীবনবিমা উপহার ইউনূস সরকারের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ঢাকা: ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ইতিমধ্যেই পাকিস্তানে পাড়ি জমাতে শুরু করেছে বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা। গত তিন দিনে ১,৩৮৬ জন জঙ্গি পাড়ি দিয়েছে পাকিস্তানে। ইসলাম ধর্মকে বাঁচাতে 'হিন্দুপ্রধান' ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সামিল হতে চলা ওই জঙ্গিদের এক কোটি টাকা করে জীবন বিমা 'উপহার' হিসাবে দিচ্ছে মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূস সরকার।গত সোমবার (২৮ এপ্রিল) পোপ ফ্রান্সিসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিয়ে ঢাকায় ফিরে আসেন ইউনূস। ওইদিনই তার সঙ্গে দেখা করে পাকিস্তানের ডিফেন্স অ্যাটাশের অনুরোধের বিষয়টি জানান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। সঙ্গে সঙ্গেই তাতে ইতিবাচক সাড়া দেন মোল্লা

ইউনূস। এর পরেই পাকিস্তানের ডিফেন্স অ্যাটাশের কাছ থেকে জেলে বন্দি জঙ্গিদের তালিকা চেয়ে পাঠান সবরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। ২৮ এপ্রিল ওই তালিকা পাঠান পাকিস্তানের ডিফেন্স অ্যাটাশে। সেই তালিকা অনুযায়ী, গত ৩০ এপ্রিল থেকে ঢাকার কেরানীগঞ্জ, খুলনা কুমিল্লা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম-সহ একাধিক কারাগার থেকে কুখ্যাত জঙ্গিদের মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছে আল্লাহর দলের ইব্রাহিম আহমেদ, জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়ার আমীর আনিসুর রহমান মাহমুদ। কারা দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই জঙ্গি কার্যকলাপে জড়িত ২,৭৫০ জন কুখ্যাত সন্ত্রাসীকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ৭৭০ জনকে। খুলনা কারাগার থেকে ৫৫০ জন। চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ৪২৮ জন জঙ্গিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ৫ অগস্ট শেখ হাসিনা জমানার অবসানের পরে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের কয়েক হাজার সদস্যকে মুক্তি দিয়েছিল তদারকি সরকার। মুক্তি পাওয়াদের মধ্যে ছিলেন

এরপর ৬ পাতায়

(১ম পাতার পর)

পাকিস্তানের কাজকর্ম দেখে গোটা বিশ্ব হাসছে!

সম্প্রচার মন্ত্রী আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে ভারত ২৪ থেকে ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে হামলা চালাতে পারে। এদিকে পাক সেনায় ইস্তফা দেওয়ার হিড়িক পড়েছে। ৪৮ ঘণ্টায় পাকিস্তান সেনার কমপক্ষে ২৫০ জন সেনা কর্তা ও আধিকারিক ইস্তফা দিয়েছেন। ২৫০০ সেনা ইস্তফা দিয়েছেন শারীরিক অসুস্থতা ও মানসিক চাপের কারণ দেখিয়ে। পহেলগাঁওয়ের জঙ্গি হামলার পরই যোগ্য জবাব দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে ভারত সরকার। আর তারপর থেকেই ভয়ে মরছে পাকিস্তান। তিনদিন আগেই দেখা যায়, ভারত-পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সীমান্তে পাকিস্তানের বাঙ্কারগুলি ফাঁকা করে দিয়েছে সে দেশের সেনারা। বাঙ্কার থেকে পাকিস্তানি পতাকাও খুলে নেয় পাক রেঞ্জার্সরা।

রীতিমত হাস্যকর এই কাণ্ডে অস্বস্তি ও সমালোচনার মুখে পড়ে পাকিস্তান সরকার। অস্বস্তিতে পড়েই ফের নতুন পতাকা লাগিয়েছে পাক বাহিনী। তবে বাঙ্কারে এখনও ফেরেনি তারা। এখনও পাকিস্তানি পোস্টগুলি এখনও ফাঁকা পড়ে রয়েছে।

(১ম পাতার পর)

বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তা নিয়ে সুর আরও চড়াল তৃণমূল

তৃণমূল সাংসদ সামিরুল ইসলাম। তিন পাতার চিঠি তাঁর অভিযোগ, বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর গুজরাট, মহারাষ্ট্র, ওড়িশার মতো বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে নির্যাতন চলছে। তাঁদের উপার্জনের অর্থ থেকে শুরু করে আধার কার্ড-সহ অন্যান্য পরিচয়পত্র কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এসব রুখতে দ্রুত যথাযথ পদক্ষেপ নিক কেন্দ্র।

করোনা কাল থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন বীরভূমের লড়াকু নেতা সামিরুল ইসলাম। সেই থেকে শুরু। তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ হওয়ার পর আজও তিনি সেই কাজেই ব্রতী। সামিরুলের দায়িত্বজ্ঞান দেখে তাঁকে পরিযায়ী শ্রমিক সংক্রান্ত কমিটির মাথায় নিয়োগ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সাংসদ অমিত শাহকে লেখা চিঠিতে বাংলার এবং বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপত্তার স্বার্থে একগুচ্ছ প্রস্তাব তুলেছেন। তাঁর দাবি, এবার থেকে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রত্যেক রাজ্যকে কড়া নির্দেশ দেওয়া হোক। পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকরা যে অভিযোগ তুলছেন, তা ভালোভাবে খতিয়ে দেখা হোক এবং এবিষয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে ক্রমাগত সমন্বয় রাখা হোক।

প্রধানমন্ত্রী জাতীয় বাল পুরস্কার, ২০২৫'-এর জন্য মনোনয়ন আহ্বান

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ভারত সরকার 'প্রধানমন্ত্রী জাতীয় বাল পুরস্কার, ২০২৫'-এর জন্য মনোনয়ন আহ্বান করেছে। এটি একটি মর্যাদাপূর্ণ জাতীয় স্তরের পুরস্কার যা প্রতি বছর সারা দেশের ব্যতিক্রমী শিশুদের কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদান করা হয়। এ বছর মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩১ জুলাই। সমস্ত মনোনয়ন https://awards.gov.in – এই জাতীয় পুরস্কার পোর্টালে অনলাইনে জমা দিতে হবে। যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ৫-১৮ বছর বয়সী ব্যতিক্রমী কৃতিত্বসম্পন্ন শিশুদের জন্য এই মনোনয়ন জমা দিতে পারে। শিশুরা নিজেরাও স্বমনোনয়নের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবে।

আবেদন করার জন্য আবেদনকারীকে প্রথম নাম, পদবী, জন্মতারিখ, আবেদনকারীর ধরণ (ব্যক্তি / প্রতিষ্ঠান), মোবাইল নম্বর, ই-মেল আইডি, আধার নম্বর ইত্যাদি তথ্য প্রদান করে পোর্টালে নথিভুক্ত হতে হবে, লগ-ইন করতে হবে এবং ক্যাপচা যাচাই করতে হবে। নিবন্ধীকরণ হয়ে গেলে তাদের চলতি মনোনয়ন প্রক্রিয়ার

এরপর ৪ পাতায়

(২ পাতার পর)

গলসিতে অবৈধ বালি কারবার: ওয়েব্রিজের আড়ালে লুটেরাজ, নড়েচড়ে বসলো প্রশাসন

বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন। ভূমি দপ্তর সূত্রে আরও জানানো হয়েছে, ওয়েব্রিজের আড়ালে বেআইনি বালির কারবার বন্ধে প্রশাসন কঠোর হাতে মোকাবিলা করবে। বাকি যে সমস্ত ওয়েব্রিজ রয়েছে, সেগুলোরও অনুমতি ও কার্যকলাপ সরেজমিনে খতিয়ে দেখে শীঘ্রই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিকে, শিল্লা-পারাজ রোডে কাঁটাগুলোতে প্রশাসনের নজরদারি শুরু হতেই গোহগ্রাম-গলসি রাস্তায় কাঁটা মালিকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গলসি থানার গোহগ্রাম পঞ্চায়েতের দামোদর নদ জুড়ে বেআইনিভাবে দেদার বালি লুট চলছে। সন্ধ্যার পর থেকে পরের দিন ভোর পর্যন্ত রাতভর নদী থেকে ট্রাক্টরে করে বালি চুরি করা হচ্ছে। কে কত তাড়াতাড়ি এক ট্রাক্টর বালি ফেলে এসে ফের পরের ট্রিপ লোড করতে পারবে - এই প্রতিযোগিতায় প্রতিদিন গ্রামের রাস্তাগুলোর অবস্থা ক্রমশ যাতায়াতের অযোগ্য হয়ে পড়ছে। বেপরোয়া গতির ট্রাক্টরের চলাচলে যেকোনো সময় দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন স্থানীয় বহু গ্রামের বাসিন্দারা।

দীর্ঘদিন ধরেই প্রশাসনের নজর এড়িয়ে, রাতের অন্ধকারে শয়ে শয়ে ট্রাক্টর দাপিয়ে বেড়াচ্ছে গোহগ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন রাস্তায়। পুলিশ ও প্রশাসনকে বারবার জানানো সত্ত্বেও বালি মাফিয়াদের দাপাদাপিতে লাগাম টানা যাচ্ছে না বলে অভিযোগ।

অভিযোগ উঠেছে, গলসি জুড়ে একাধিক বেআইনি ওয়েব্রিজ (কাঁটা) তৈরি করে এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী নদী থেকে এই বালি চুরিতে মদদ যোগাচ্ছে। নদী থেকে ট্রাক্টরে করে বালি তুলে এনে কাঁটায় মজুদ করা হচ্ছে। পরে সেই বালি রাতারাতি লরি ও ডাম্পারে লোড করিয়ে পাচার করে দেওয়া হচ্ছে। ফলে প্রশাসনের অজান্তেই লক্ষ লক্ষ টাকা সরকারি রাজস্ব লুট হয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন। বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ও পাত্রসায়র থানার অন্তর্গত দামোদর নদের একাধিক মৌজা থেকেও বালি চুরি চলছে বলে স্থানীয়রা অভিযোগ করেছেন। তবে বাঁকুড়া জেলা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের এ ব্যাপারে কোনো হেলদোল নেই বলেও অভিযোগ উঠেছে।

আরও অভিযোগ, বৈধ বালি খাদান থেকে একবার ই-চালান কেটে বালি লোড করে তাড়াতাড়ি সেই বালি নিকটবর্তী কোনো জায়গায় খালি করে দিয়ে এসে কাঁটাগুলো থেকে ফের বালি লোড করে ওই একই চালান ব্যবহার করে বেরিয়ে যাচ্ছে। কার্যত প্রশাসনকে বোকা বানিয়ে এক শ্রেণির বালি মাফিয়ারা প্রতিদিন সরকারের লক্ষাধিক টাকার রাজস্ব লুট করে নিচ্ছে বলে অভিযোগ। আর এই কারবার চালাচ্ছে মূলত অবৈধ ওয়েব্রিজ মালিকরাই বলে অভিযোগ। এর ফলে একদিকে যেমন স্থানীয় রাস্তাঘাটের অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, তেমনই দুর্ঘটনার আশঙ্কাও দিনদিন বেড়েই চলেছে এলাকায়।

তবে, ভূমি রাজস্ব দপ্তর ও পুলিশ বেআইনি কাঁটাগুলোর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে শুরু করায় বর্ষার আগে এলাকার বাসিন্দারা আশার আলো দেখছেন।

সম্পাদকীয়

তিউনিসিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রীর ৩৪ বছরের কারাদণ্ড

তিউনিসিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী আলী লারাইদকে ৩৪ বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন দেশটির আদালত। ইরাক ও সিরিয়ায় জিহাদি যোদ্ধাদের পাঠানোর ক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদের অভিযোগের ভিত্তিতে শুক্রবার তার বিরুদ্ধে এ রায় ঘোষণা করা হয়।

আলী লারাইদ ইসলামপন্থী দল এননাহদার নেতা ছিলেন। ২০১১ সালের আরব বসন্তের পর তিউনিসিয়ায় অল্প সময়ের জন্য ক্ষমতায় ছিলেন এবং বর্তমান প্রেসিডেন্ট কাইস সাইদের কড়া সমালোচক হিসেবে পরিচিত।

তার আইনজীবী ওসামা বুথেলজা জানিয়েছেন, ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে একটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী গঠন এবং তিউনিসিয়ান নাগরিকদের জিহাদি গোষ্ঠীতে পাঠানোর অভিযোগে লারাইদকে গ্রেফতার করা হয়।

তবে লারাইদ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং মামলাটিকে রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে অভিহিত করেছেন।

এ প্রসঙ্গে ১৮ এপ্রিল তিনি তিউনিসিয়ার প্রসিকিউটর অফিসে লেখা এক চিঠিতে বলেন, ‘আমি অপরাধী নই, বরং ভুয়া মামলার শিকার।’

শুক্রবার আদালতের দেওয়া রায়ে নিরাপত্তা বাহিনীর সাবেক দুই সদস্য ফাতি আল-বালদি ও আব্দুল করিম আল-আবিদিকেও ২৬ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। রেডিও মোসাইকি জানিয়েছে, মামলায় মোট আটজনকে ১৮ থেকে ৩৬ বছরের সাজা দেওয়া হয়েছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, এটি প্রেসিডেন্ট সাইদের সমালোচকদের বিরুদ্ধে চলমান দমন-পীড়নের আরেকটি নজির।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(ষোলোতম পর্ব)

ক্ষী , কুললক্ষ্মী সবাইকে যেতে দিয়েছি।আমি ধর্মপ্রাণ, ধর্ম ত্যাগ করিনি,আমি আপনাকে যেতে দেব না।"ধর্ম দেখলেন রাজার কথাই ঠিক তিনি রয়ে গেলেন। কিন্তু রাজার অবস্থা দিনদিন খারাপ হতে থাকে, তার সব সুখ হারিয়ে যায়। রানী যে দিন যেমন হয় তাই যত্ন করে রাজাকে খাওয়াতে থাকেন। রাজা খেতে বসলেই পঙ্গপালের মত পিঁপড়ের দল থালার চারদিকে ঘিরে বসত। রাজা রানীকে তার খাবারে ঘি দিতে বারণ করলেন। তিনি খেতে বসেন খাবার থালার চারদিকে পিঁপড়ের দল এসে জড়ো হয় কিন্তু খাবারে তাদের রুচি হয় না। তাই দেখে এক

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

প্রধানমন্ত্রী জাতীয় বাল পুরস্কার, ২০২৫'-এর জন্য মনোনয়ন আহ্বান

অধীনে ‘প্রধানমন্ত্রী জাতীয় বাল পুরস্কার, ২০২৫’ নির্বাচন করতে হবে এবং ‘এখনই মনোনয়ন / আবেদন করুন’-এ ক্লিক করতে হবে। তারপর আবেদনকারীকে প্রাসঙ্গিক পুরস্কার বিভাগটি বেছে নিতে হবে এবং উল্লেখ করতে হবে যে মনোনয়নটি নিজের জন্য নাকি অন্য কারোর জন্য।

আবেদনপত্রে মনোনীত ব্যক্তির বিবরণ, কৃতিত্ব এবং সমাজে এর প্রভাব বর্ণনা করে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ (সর্বোচ্চ ৫০০ শব্দ) এবং সহায়ক নথি পিডিএফ ফরম্যাটে আপলোড করতে হবে। সর্বাধিক ১০টি নথি আপলোড করা যাবে। তার সঙ্গে জেপিজি / জেপিইজি / পিএনজি ফরম্যাটে একটি সাম্প্রতিক ছবি আপলোড করতে হবে। আবেদনপত্রকে খসড়া হিসেবে সংরক্ষণ করা যেতে পারে এবং চূড়ান্তভাবে জমা দেওয়ার আগে সম্পাদনা করা যেতে পারে। প্রয়োজনীয় পর্যালোচনা এবং জমা দেওয়ার পর আবেদনপত্রের একটি ডাউনলোডযোগ্য কপি রেফারেন্সের জন্য পাওয়া যাবে।

‘প্রধানমন্ত্রী জাতীয় বাল পুরস্কার’ নিম্নলিখিত ছ'টি বিভাগে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য দেওয়া হবে। সেগুলি হল – সাহসিকতা, সমাজসেবা, পরিবেশ, ক্রীড়া, শিল্প-সংস্কৃতি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি।

‘প্রধানমন্ত্রী জাতীয় বাল পুরস্কার’-এর উদ্দেশ্য হল, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের নবীন প্রজন্মের সাফল্যকে উদযাপন করা এবং অন্যদের অবহিত করা। তাদেরকে বাস্তব জীবনের রোল মডেল হিসেবে তুলে ধরে সারা দেশের শিশু ও কিশোরদের অনুপ্রাণিত করা এবং তাদের সামগ্রিক বিকাশের জন্য একটি উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা।

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সকল দেবদেবীর সঙ্গে শনিও গেলেন গণেশকে দেখতে। কিন্তু স্ত্রীর অভিশাপের কথা স্মরণ করে তিনি গণেশের মুখের দিকে তাকালেন না। পার্বতী শনির এই অদ্ভুত আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করলে শনি অভিশাপের বৃত্তান্ত খুলে বলেন। কিন্তু পার্বতী সেকথা বিশ্বাস করলেন না।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

দিলীপ ঘোষ কি তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

দিলীপ ঘোষ গিয়েছিলেন জগন্নাথ মন্দিরে। এখানেই শেষ নয়। তিনি একেবারে সেখানে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে বসে হেসে হেসে গল্পও করেন। এরপরই চটে লাল বিজেপির অনেকেই। ইতিমধ্যেই অনেকে বলতে শুরু করেছেন তাঁর সঙ্গে নাকি আগে থেকেই তৃণমূলের ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। তবে দিলীপ ঘোষও এনিয়ে ছাড়ার মানুষ নন।এখন একটা ছাপ দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে দিলীপ ঘোষ টিএমসিতে যাবে। মমতা ব্যানার্জিও জানেন দিলীপ ঘোষ টিএমসিতে যাবেন না। যারা বলছেন তারাও জানেন দিলীপ ঘোষ টিএমসিতে যাবেন না। অর্জুন সিং ফিরে গিয়ে আবার চলে এসেছে। একরাত কাটায় টিএমসির বাড়িতে, একরাত কাটায় বিজেপির বাড়িতে। তারা দিলীপ ঘোষের ক্যারেকটার সার্টিফিকেট দিচ্ছেন। আমার সময়ে যতজন বিধায়ক ছিলেন জিজ্ঞাসা করুন তো দিলীপ ঘোষ একবার না একবার কথা বলেছেন। কোন পার্টি জানতাম না। অর্জুন সিংয়ের সঙ্গেও কথা

হয়েছে। কিন্তু ক্যামেরা দেখলে পালিয়ে যেত। দিলীপ ঘোষের সঙ্গে ছবি দেখলে ওর চাকরি চলে যাবে। সতী সেজো না। ..ওখানে গিয়েছি ঠিক করেছি। যারা টিএমসিতে থাকার সময় আমাকে কালো পতাকা দেখাত। ...তারা কতদিন বিজেপিতে সেটাও ঠিক নেই...একটা অভিযান চালানো হচ্ছে। যারা আমায় বিরুদ্ধে থেকে কিছু করতে পারেনি তারা আমার পার্টিতে এসে আমার বিরুদ্ধে কী করবে! ' বলেন দিলীপ ঘোষ।প্রায় প্রতিটি আক্রমণের জবাব দিচ্ছেন তিনি।

এবার সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি তাঁর বক্তব্য জানিয়েছেন। একেবারে খোলাখুলি নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। সেই সঙ্গেই এই যে বিভিন্ন মহল থেকে সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে এই হয়তো দিলীপ ঘোষ তৃণমূলে চলে গেলেন! সেই বিষয়টিও খোলসা করে দিয়েছেন দিলীপ।

দিলীপ বলেন, 'আমাকে নিয়ে বিতর্ক হয়ই। আর অনেকেই আমাকে নিয়ে বিতর্ক করে টিএমসি হওয়ার চেষ্টা করেন। সিপিএম হওয়ার চেষ্টা করেন। যাদের কোনওদিন ছবি দেখা যায় না তাদের দেখা যায়। আমি দেখা করেছি। রাজ্য সরকারের মুখ্যসচিব আমায় আমন্ত্রণ করেছিলেন। আমি সপরিবারে গিয়েছি। তারপর মমতা ব্যানার্জি আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন গেস্ট হাউসে। আমি সৌজন্য রক্ষা করতে গিয়েছি। আমি সপরিবারে গিয়েছি। কথা বলেছি। মিষ্টি খেয়ে চলে এসেছি। আর অনেকের পেট ব্যাথা হচ্ছে। কাদের পেট ব্যাথা হচ্ছে। যারা মমতা ব্যানার্জির কোলে খেলাধুলা করে বড় হয়েছেন, আঁচলের তলায় বসেছেন। তার হাতে দুধ খেয়ে বড় হয়েছেন। তার পার্টি যেখানে কয়লা গরু বালি থেকে টাকা নেয়, সেখান থেকে ভাগ নিয়েছেন। শেষ দিন পর্যন্ত তার সঙ্গে থেকে দেখলেন সুবিধা হচ্ছে না চলে এলেন।বেশিরভাগই হঠাৎ বিজেপি। ২১শের বিজেপি।'

মুখোমুখি মোদী-ওমর! পহেলগাঁও নিয়ে ৩০ মিনিট চলল রুদ্ধদ্বার বৈঠক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

শনির সন্ধ্যায় বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ। এদিন নয়াদিল্লিতে প্রায় ৩০ মিনিট রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন দুই নেতা। গোটা চর্চার কেন্দ্র ছিল পহেলগাঁও হামলা। কিন্তু বৈঠকে ঠিক কী আলোচনা হয়েছে তাঁদের মধ্যে। সূত্রের খবর, পহেলগাঁও হামলার পর মোদীকে 'অ্যাকশনে' পূর্ণ সমর্থন দিয়েছেন উপত্যকার মুখ্যমন্ত্রী।

গত মঙ্গলবার পহেলগাঁওয়ের বৈসরনের ঘটা হামলার পর থেকেই তৎপর হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এর আগে দফায় দফায় দেশের একাধিক সেনাকর্তা-সহ মন্ত্রিসভার অন্য সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। কাশ্মীরের সন্ত্রাস হামলার যে জবাব দেবে ভারত, সেই নিয়েও আগেই স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন তিনি। এবার কি সেই ছক মেপে নিতেই কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করে নিলেন তিনি? প্রশ্ন একাংশের।

উল্লেখ্য, সন্ত্রাসের পরিণাম কী হতে পারে, ইতিমধ্যেই পাকিস্তানকে বিনা বন্দুকে সেই জবাব দিতে শুরু করে দিয়েছে ভারত। স্থগিত হয়েছে পাকিস্তানের জন্য ভারতের আকাশসীমা, তালা ঝুলেছে সীমান্তে। স্থগিত হয়েছে জলবন্টন চুক্তি। এবার সেই সবের মাঝে বাণিজ্যেও পাক সরকারকে জবাব দিয়ে দিয়েছে নয়াদিল্লি।

শনিবার বাণিজ্য মন্ত্রক একটি নির্দেশিকা প্রকাশ করে জানিয়েছে, বিদেশি বাণিজ্য নীতিতে একটি নতুন ধারা সংযোজন করা হয়েছে, যেখানে পাকিস্তান থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আমদানি অবিলম্বে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে যে সব পণ্য ট্রানজিটে রয়েছে, তার উপরও এই নির্দেশ লাগু হয়েছে।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219, (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

কোথায় ডেরা বেঁধেছেন পহেলগাঁওয়ের হামলাকারীরা? গোয়েন্দাদের কাছে 'নিশ্চিত' খবর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

শ্রীনগর: পহেলগাঁওয়ের বৈসরন উপত্যকায় নৃশংস হত্যাযজ্ঞের ১১ দিন পেরিয়ে গিয়েছে। ভারতের নিরাপত্তারক্ষী বাহিনী থেকে শুরু করে বাঘা-বাঘা গোয়েন্দা সংস্থা দিনরাত পরিশ্রম করেও টিকি ছুঁতে পারেনি হামলাকারী জঙ্গিদের। সম্ভাব্য সব ডেরায় চিরুনি তল্লাশির পরে কার্যত হাল ছেড়ে দিয়েছেন গোয়েন্দা ও নিরাপত্তাবাহিনীর শীর্ষ কর্তারা।পহেলগাঁওয়ের হামলাকারীদের কারা সীমান্তে আশ্রয় দিয়েছিল তা খুঁজে বের করাকেই প্রধান লক্ষ্য করেছেন দুঁদে গোয়েন্দারা। নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এক গোয়েন্দা আধিকারিকের কথায়, 'দীর্ঘদিন ধরেই কাশ্মীরের সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারীদের একাংশ পাক জঙ্গিদের নিরাপদে আশ্রয় দিয়ে চলেছেন। তাদের শিকড় উপড়ে না ফেলতে পারে, পাক জঙ্গিদের সীমান্ত টপকে এপারে এসে নাশকতামূলক কাজকর্ম ঠেকানো যাবে না। পাকিস্তান থেকে আসা জঙ্গিরা যে জঘন্য হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করতে পেরেছে তার মূল কারণ তাদের কাশ্মীরের বন্ধুরা একাংশ দীর্ঘ সময় ধরে গোপনে কাজ করছিল এবং এই জঘন্য আক্রমণের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে মূল খেলোয়াড় ছিল।' পহেলগাঁওয়ে হামলার পিছনে ইতিমধ্যেই ছয় মূলচক্রীকে চিহ্নিত করেছেন গোয়েন্দারা। তারা হল-হাশিম মুসা ওরফে সুলেইমান, আলী ভাই ওরফে তালহা ভাই, আদিল হোসেন থোকার, আদিল গুরে, আসিফ শেখ এবং সাইফুল্লা খালিদ ওরফে সাইফুল্লা কাসুরি।

তারা অনেকটাই নিশ্চিত হামলার পরেই নিরাপদে পাক অধিকৃত জম্মু-কাশ্মীরে ঢুকে গিয়েছে জঙ্গিরা। নীলাম উপত্যকার গোপন ডেরায় নিরাপদ আশ্রয়ে রয়েছে। ফলে প্রত্যাঘাত হিসাবে ওই ডেরা গুঁড়িয়ে দেওয়া ভারতের সামরিক বাহিনীর প্রধান নিশানা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

সূত্রের খবর, পাক অধিকৃত কাশ্মীরের নীলাম উপত্যকায় জঙ্গিদের একাধিক লঞ্চিং প্যাড রয়েছে। লঞ্চিং প্যাড হল, সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢোকার আগে জঙ্গিদের শেষ ও নিরাপদ ঘাঁটি। ওই ঘাঁটিতেই তাদের করণীয় সম্পর্কে শেষ নির্দেশ দেয় সংগঠনের শীর্ষ নেতারা। পহেলগাঁওয়ের বৈসরনের রিসর্টে হামলাকারীরা নীলাম উপত্যকায় অবস্থিত লঞ্চিং প্যাড থেকে দক্ষিণ কাশ্মীরে প্রবেশ করেছিল বলে নিশ্চিত গোয়েন্দা আধিকারিকরা। অপারেশন শেষে অর্থাৎ নিরীহ পর্যটকদের নৃশংস খুন করার পরে যে পথে জঙ্গিরা প্রবেশ করেছিল, সেই পথেই ফিরে গিয়েছে বলে মনে করছেন গোয়েন্দারা।

(২ পাতার পর)

পাকিস্তানের হয়ে যুদ্ধ করতে যাওয়া জঙ্গিদের এক কোটির জীবনবিমা উপহার ইউনূস সরকারের

আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের প্রধান জসিমুদ্দিন রেহমানি।আর তদারকি সরকারের এই উদ্যোগের পাশে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামী নিয়ন্ত্রিত ইবনে সিনা ট্রাস্ট ও ইসলামী ব্যাঙ্ক। বিমার প্রিমিয়াম সংক্রান্ত খরচের ৬০ শতাংশই বহন করছে দুই সংস্থা। আজ শুক্রবার (২ মে) চট্টগ্রামে এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে ৬০ জঙ্গির হাতে বিমা সংক্রান্ত নথিপত্র তুলে দিয়েছেন ইউনূসের প্রেস সচিব তথা জঙ্গি সংগঠন হিযবুত তাহরীর শীর্ষ নেতা শফিকুল আলম।

সূত্রের খবর, ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লড়তে যাওয়া জঙ্গিদের চট্টগ্রাম-ময়মনসিংহ ও খুলনার তিন ডেরায় বিশেষ সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার বন্দোবস্থ করেছে ইউনূস সরকার। ওই সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার দায়িত্ব পালন করছেন প্রাক্তন সেনাপ্রধান ইকবাল করিম ভূঁইয়া, প্রাক্তন লেফটেন্যান্ট কর্নেল হাসানুর রহমান, প্রাক্তন কর্নেল মোহাম্মদ আবদুল হক। যুদ্ধে যাওয়া জঙ্গিদের একে ৪৭, এম৪ সহ বিভিন্ন অত্যাধুনিক অস্ত্র কীভাবে চালাতে হবে হাতে-কলমে তার প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশ সেনার কাছে থাকা অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। প্রাথমিক প্রশিক্ষণের পরেই দুবাই ও মালয়েশিয়ার বিমানে ঘুরপথে পাকিস্তানে পাঠানো হচ্ছে জঙ্গিদের। বাংলাদেশ বিমানে চাপিয়েই জঙ্গিদের পাঠানো হচ্ছে পাকিস্তানে। আর ওই কারণেই বেশ কয়েকটি রুটে বাংলাদেশ বিমান পরিষেবা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে।

সরকারের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, বাংলাদেশ থেকে যাওয়া জঙ্গিদের পাকিস্তানে দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ইসলামাবাদে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত ইকবাল হোসেন খানকে। তাকে পাকিস্তান সেনার চতুর্থ কর্পসের কমান্ড্যার ফায়েজ হুসেইন শাহ এবং মুলতানে নিযুক্ত দ্বিতীয় কর্পসের কমান্ড্যার আহসান গুলরেজের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতীতেও ইসলামিক স্টেট ও তালিবানদের হয়ে যুদ্ধে লড়তে সিরিয়া এবং আফগানিস্তানে পাড়ি জমিয়েছিল বাংলাদেশের বহু জঙ্গি। বেশ কয়েকশো জঙ্গি প্রাণও হারিয়েছিল।

উল্লেখ্য, পহেলগাঁও নিয়ে ঢাকার সঙ্গে ইসলামাবাদের ঠান্ডা লড়াই শুরু হতেই যুদ্ধের জন বাংলাদেশ থেকে ভাড়াটে সৈন্য নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় পাকিস্তান সরকার। ইসলামাবাদ থেকে আইএসআইয়ের শীর্ষ আধিকারিকদের নির্দেশে ঢাকায় নিযুক্ত পাক দূতাবাসের ডিফেন্স অ্যাটাশে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ ইমরান ইউসুফ চৌধুরী গত ২৭ এপ্রিল তদারকি সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী ও হিযবুত তাহরীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তথা স্বরাষ্ট্র সচিব নাসিমুল গণির সঙ্গে বৈঠক করেন। ওই বৈঠকেই তিনি জানান, আনসারুল্লাহ বাংলা টিম, আল্লাহর দল, জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারকীয়া, জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমজেবি), আনসার আল ইসলাম, শাহাদাৎ-ই আল-হিকমার শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে তাদের কথা হয়েছে। ভারতকে যোগ্য জবাব দিতে পাকিস্তানের হয়ে লড়তে চান। এখনও নানা মামলায় যারা জেলবন্দি রয়েছে, তাদের জেল থেকে ছাড়া হলে পাকিস্তানে গিয়ে লড়তে রাজি। পাক ডিফেন্স অ্যাটাশেকে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জানান, প্রধান উপদেষ্টা মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূসের অনুমোদন ছাড়া এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। তখন পাকিস্তানের ডিফেন্স অ্যাটাশে জানান, বিষয়টি নিয়ে পাকিস্তানের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব তদারকি সরকারের প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে কথা বলবেন।

সিনেমার খবর

মেয়ের জন্য দুবাইয়ে বাড়ি কিনলেন অভিষেক-ঐশ্বরিয়া!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বলিউডের তারকা দম্পতি অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বরিয়া রায়ের বিচ্ছেদ নিয়ে গেল দেড় বছরে নানা জল্পনা ছিল। যদিও ১৮তম বিবাহবার্ষিকীতে স্বামী-কন্যাকে নিয়ে ছবি দিয়ে ঐশ্বরিয়া স্পষ্ট করেছেন তারা একসঙ্গেই রয়েছেন।

২০০৭ সালে বিয়ে করেন ঐশ্বরিয়া ও অভিষেক। ২০১১ সালে তাদের ঘর আলো করে জন্ম নেয় কন্যা আরাধ্যা। তারপর থেকেই অভিনয়ের কাজ কমিয়ে দেন সাবেক বিশ্বসুন্দরী। তার ধ্যানজ্ঞান হয়ে ওঠে কন্যা। কয়েক মাস আগেই ১৩ বছরে পা দিয়েছে আরাধ্যা। মেয়ের জন্য নতুন করে ভাবতে শুরু করেছেন এই তারকা দম্পতি।

যদিও ১০ বছর আগেই মেয়ের জন্য দুবাইয়ে বিলাসবহুল একটি সম্পত্তি কেনেন বচ্চন দম্পতি। যার অন্দরে রয়েছে গলফ খেলার মাঠ, বিরাট বাগান, ঝর্ণা, বিশাল পুলসহ যাবতীয় আধুনিক ব্যবস্থাপনা।

২০১৫ সালে দুবাইয়ে এই বাড়ি কিনেছিলেন ঐশ্বরিয়া ও অভিষেক। দুবাইয়ের জুমেইরা গলফ এস্টেটে তারকা দম্পতির বিলাসবহুল বাড়ি রয়েছে। এই বাড়ির দামও আকাশছোঁয়া।

এক ঘনিষ্ঠ সূত্রের মতে, এই বাড়ির দাম ১৬ কোটি রুপি। বাড়িতে রয়েছে উন্নত মানের সুইমিং পুল। রান্নাঘরও তৈরি উন্নত প্রযুক্তিতে। তবে বাড়ির সবচেয়ে আকর্ষণীয় স্থান হল হোম থিয়েটার। দুবাইয়ের এই একই এলাকায় বাড়ি রয়েছে শাহরুখ খান, শিল্পা শেঠি, অনন্ত আম্বানীদেরও।

এদিকে সম্পত্তির দিক থেকে অভিষেকের থেকে এগিয়ে ঐশ্বরিয়া। সাবেক এ বিশ্ব সুন্দরীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৭৭৬ কোটি রুপি। অন্যদিকে অভিষেক ২৮০ কোটি রুপির সম্পত্তির মালিক। তবে শুধু দুবাই নয়, অভিষেক-ঐশ্বরিয়ার মুম্বাইয়ে নিজেদের বাড়ি ছাড়াও একাধিক সম্পত্তি রয়েছে।

এবার টাইগার শ্রফকে হত্যার হুমকি!

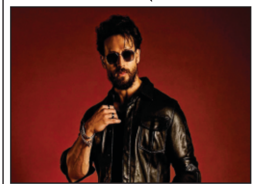

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বলিউডের একের পর এক তারকাকে দেওয়া হচ্ছে হত্যার হুমকি। প্রথমে বলিউড ভাইজান সালমান খানকে হত্যার হুমকি দেয় বিষ্ণোই গ্যাং। তার বাড়ির সামনে গোলাগুলিও হয়। এরপর ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে এই অভিনেতার ঘনিষ্ঠ বাবা সিদ্দিককে খুন করে ওই গ্যাং। এরপর একই বছরের নভেম্বরে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শাহরুখ খান ও সালমান খানকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি আসে। এখানেই শেষ নয়, চলতি বছরের শুরুতে মুম্বাইয়ের বান্দ্রায় নিজ বাসায় হামলার শিকার হন অভিনেতা সাইফ আলি খান। এবার খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছে বলিউডের তরুণ অভিনেতা টাইগার শ্রফকে!

বলিউড মাধ্যম সূত্রের বরাতে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর, সোমবার মুম্বাই পুলিশের ট্রাফিক কন্ট্রোল রুমে একটি ফোন আসে। যেখানে দাবি করা হয়, ২ লাখ টাকার বিনিময়ে টাইগার শ্রফকে মেরে ফেলার 'সুপারি' দেওয়া হয়েছে তাকে। স্বাভাবিকভাবেই এমন হুমকি ফোন পুলিশ প্রশাসনের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এ বিষয়ে প্রাথমিকভাবে তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, ফোনটি পাঞ্জাব থেকে এসেছিল। অভিযুক্তের নাম মনীশ কুমার সুজিন্দর সিং। বয়স ৩৫।

সেই ব্যক্তিই দাবি করেন, তাকে নাকি দুই লাখ টাকার অস্ত্র দিয়ে জ্যাকি শ্রফ-পুত্রকে খুনের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ফোন আসার পরই টাইগার শ্রফের নিরাপত্তা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। পরে জানা যায়, ওই ব্যক্তি ভুয়া দাবি করেছেন। তবে এতে ছাড় পাননি তিনি।

সংশ্লিষ্ট ঘটনায় থানায় এফআইআর দায়ের হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে পাঞ্জাব পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে মুম্বাই পুলিশ। তারপর ভুয়া তথ্য দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য ওই ব্যক্তিকে আটক করা হয়।

সূত্রের খবর, এরপরই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মুম্বাই পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় হুমকি দেওয়া ওই ব্যক্তিকে। মুম্বাই পুলিশের ডেপুটি কমিশনার নিমিত গোয়েল জানান, একটি এফআইআর দায়ের হয়েছে। ইতোমধ্যেই অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে। এই হুমকি সম্পূর্ণ ভুয়া। জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে ওই ব্যক্তি মনগড়া গল্প শুনিয়েছিলেন পুলিশকে।

শাহরুখের পর এবার বাড়ি ছাড়ছেন আমির?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

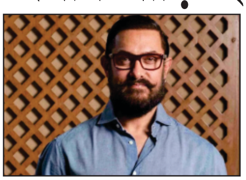

গত জানুয়ারি মাসে শাহরুখ খান মান্নাত ছেড়ে উঠেছেন ভাড়া বাড়িতে। যদিও তিনি জানিয়েছেন, বাড়িতে কাজ করার কারণে আপাতত ২ বছর থাকবেন ভাড়া বাড়িতে, তবে অনেকেই মনে করছেন সাইফ আলি খানের বাড়িতে হামলার পরেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শাহরুখ।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, বলিউড বাদশহার পর এবার একই রাস্তায় হাঁটতে চলেছেন আমির খানও।

সম্প্রতি জানা গেছে, আমিরও নাকি বান্দ্রার বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন অন্যত্র। কিন্তু কেন এই সিদ্ধান্ত নিলেন? কোথায় যাচ্ছেন? কেনই বা যাচ্ছেন? খুব স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্নগুলো উঁকি দিচ্ছে নেটিজেনদের মনে। তবে যা জানা গেল, তা একটু অন্যরকম।

আমির খান বর্তমানে যে অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন, সেখানে এক রিয়েল এস্টেট কোম্পানি বিশাল বড় আবাসন বানাতে চলেছেন। এই বছরের মধ্যেই নাকি আবাসনটি তৈরি হয়ে যাবে। সমুদ্র সৈকতের আনন্দ বারান্দায় বসেই পাবেন ক্রেতারা।

মজার ব্যাপার হলো, এই রিয়েল এস্টেট কোম্পানির একাধিক আবাসনে ফ্ল্যাট রয়েছে আমিরের। বোঝাই যাচ্ছে, পছন্দের যে কোনও একটি ফ্ল্যাটেই নতুন ঠিকানা বানাতে চলেছেন অভিনেতা। যদিও বাংলো ছেড়ে আপাতত কোথায় যাচ্ছেন, সেটা এখনও জানা যায়নি।

তবে এতটুকু জানা গেছে, আমিরসহ আবাসনের অন্যান্য বাসিন্দাদের অস্থায়ী ঠিকানার ব্যবস্থা করে দেবে ওই রিয়েল এস্টেট কোম্পানি। যদিও ওই এলাকাতেই আমিরের অন্য একটি ফ্ল্যাট রয়েছে। তাই তিনি ভাড়া বাড়িতে উঠবেন না নিজের অন্য বাড়িতে উঠবেন, সেটা সম্পূর্ণ অভিনেতার সিদ্ধান্ত।

প্রসঙ্গত, নতুন যে আবাসনটি তৈরি হতে চলেছে সেটির প্রতি বর্গফুটের দাম হতে চলেছে ১ লাখ টাকা। বোঝাই যাচ্ছে, কয়েকশো কোটির আবাসন তৈরি হতে চলেছে বান্দ্রার এই স্থানে। আগামী বছরের মধ্যেই পুরোনো আবাসনে ফিরে আসবেন আমির খান। তবে আপাতত তার নতুন ঠিকানা কোথায় হতে চলেছে, তা হয়তো খুব তাড়াতাড়ি প্রকাশ্যে আনবেন অভিনেতা নিজেই।

লরিয়াসের বর্ষসেরা উদীয়মান ইয়ামাল, সেরা দল রিয়াল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ক্লাব ও আন্তর্জাতিক ফুটবলে অসাধারণ পারফর্মেন্সের স্বীকৃতি পেলেন লামিন ইয়ামাল। লরিয়াস স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ডে এই স্প্যানিশ তারকা জিতেছেন বর্ষসেরা উদীয়মান খেলোয়াড়ের পুরস্কার। অন্যদিকে বর্ষসেরা ক্লাবের সম্মাননা পেয়েছে বার্সেলোনার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদ। স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে সোমবার রাতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ২০২৫-এর বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়।

মাত্র ১৭ বছর বয়সী ইয়ামাল অ্যাথলেটিকসের জুলিয়েন আলফ্রেড ও লেসলি টেবোগো, সাঁতারু সামার ম্যাকিনটশ এবং বাস্কেটবল তারকা ভিক্টর ওয়েম্বানিয়ামাকে পিছনে ফেলে পুরস্কার জিতেছেন। তবে পুরস্কার নিতে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি ইয়ামাল। লা লিগায় মঙ্গলবার দিবাগত রাতে বার্সেলোনার হয়ে মায়োর্কার বিপক্ষে ম্যাচ থাকায় অনুশীলনেই ব্যস্ত ছিলেন তিনি।

২০০০ সাল থেকে শুরু হয় এই লরিয়াস ওয়ার্ল্ড স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ডের যাত্রা। বিজয়ীদের বেছে নেন লরিয়াস স্পোর্টস একাডেমির ৭১ জন সদস্য। স্পেনের হয়ে গত বছর ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ জেতেন লামিন ইয়ামাল। তখন প্রতিযোগিতার সেরা উদীয়মান এই স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড বার্সেলোনার হয়েও দারুণ মৌসুম কাটিয়েছেন। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে কাতালানদের হয়ে ৪৬ ম্যাচে তিনি গোল করেন ১৪টি, অ্যাসিস্ট ২১টি।

অন্যদিকে, বর্ষসেরা দলের পুরস্কার উঠেছে রিয়াল মাদ্রিদের হাতে। ২০২৪ সালে দুর্দান্ত এক মৌসুম কাটিয়েছে লস ব্লাঙ্কোরা। স্প্যানিশ লা লিগায় রেকর্ড ৩৬তম এবং চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রেকর্ড ১৫তম শিরোপা জিতে উল্লাসে মাতে কার্লো আনচেলত্তির দল। এছাড়াও তারা জিতেছে উয়েফা সুপার কাপ ও ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ। লরিয়াসের অন্যান্য পুরস্কার বিজয়ীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, সুইডিশ পোল ভল্টার মন্ডো ডুপ্ল্যান্টিস (বর্ষসেরা পুরুষ ক্রীড়াবিদ), মার্কিন জিমন্যাস্ট সিমোনা বাইলস (বর্ষসেরা নারী ক্রীড়াবিদ)। 'স্পোর্টিং আইকন' হিসেবে সম্মাননা পেয়েছেন স্পেনের কিংবদন্তি টেনিস তারকা রাফায়েল নাদাল। আর আজীবন সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন মার্কিন সার্ফার কেলি স্লাটার।

উইজডেনের বর্ষসেরা নারী ক্রিকেটার মান্ধানা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বিশ্ব নারী ক্রিকেটে ইতিহাস গড়লেন ভারতের বাঁহাতি ওপেনার স্মৃতি মান্ধানা। ২০২৪ সালে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি হিসেবে উইজডেন ক্রিকেটার্স অ্যালমানাক তাকে নির্বাচিত করেছে 'লিডিং উইমেনস ক্রিকেটার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড'।

গত বছর তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৬৫৯ রান করেছেন মান্ধানা—যা নারী ক্রিকেটে এক ক্যালেন্ডার বছরে সর্বোচ্চ রান। এর মধ্যে রয়েছে ওয়ানডে ফরম্যাটে ৪টি দুর্দান্ত সেঞ্চুরি, যা তাকে পৌঁছে দিয়েছে নতুন উচ্চতায়। ধারাবাহিক পারফরম্যান্সে দলের জয়ে রেখেছেন বড় অবদান এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বিশ্বের সেরা ব্যাটারদের একজন হিসেবে।

এই সম্মান প্রমাণ করে যে, পরিসংখ্যানের বাইরে গিয়েও মান্ধানার প্রভাব নারী ক্রিকেটে কতটা গভীর। তার ব্যাটে যেমন ধার, তেমনি আছে দায়িত্ববোধ আর দলের জন্য লড়াইয়ের মানসিকতা। উইজডেনের এই স্বীকৃতি মান্ধানার জন্য এক বিশাল অর্জন এবং বিশ্ব নারী ক্রিকেটের জন্য এক বড় অনুপ্রেরণা।

উইজডেনের বর্ষসেরা ক্রিকেটার বুমরাহ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ক্রিকেটের বাইবেলখ্যাত উইজডেন ক্রিকেটার্স অ্যালমানাক তাদের ১৬২তম সংস্করণে প্রকাশ করেছে ২০২৫ সালের বর্ষসেরা ক্রিকেটারদের নাম। এবার ভারতের দুই তারকা—পেসার জাসপ্রীত বুমরাহ ও নারী ব্যাটার স্মৃতি মান্ধানা পেয়েছেন 'লিডিং ক্রিকেটার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড' স্বীকৃতি।

২০২৪ সালটা ছিল বুমরাহর ক্যারিয়ারের অন্যতম সেরা। সাদা পোশাকে নিজের জাত চিনিয়েছেন ভারতীয় এই গতিতারকা। তিনি হয়েছেন টেস্ট ইতিহাসের প্রথম বোলার, যিনি ২০-এর কম গড়ে ২০০ উইকেটের মাইলফলকে পৌঁছেছেন। গত বছর ১৩ টেস্টে ৭১ উইকেট নিয়েছেন বুমরাহ, যার মধ্যে বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির ৫ টেস্টে একাই ৩২ উইকেট!

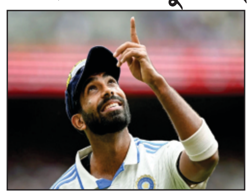

শুধু টেস্ট নয়, ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ে তার অবদানও ছিল অনন্য। ৮ ম্যাচে ১৫ উইকেট নিয়ে হয়েছেন টুর্নামেন্ট সেরা। ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ম্যাচে, যখন হার প্রায় নিশ্চিত, তখন ১৮ রানে ২ উইকেট নিয়ে দেশকে জিতিয়ে দেন তিনি। উইজডেন সম্পাদক লরেন্স বুথ বলেছেন, 'বুমরাহর পারফরম্যান্স নিঃসন্দেহে তাকে বছরের সেরা তারকায় পরিণত করেছে।'

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR